بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

কুরআন করীম, মহানবী (সা.) এর হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কতিপয় দোয়া

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৫ এপ্রিল, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

গত খুতবায় আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে দোয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলাম যে, 'দোয়া কীভাবে করা উচিত এবং এর প্রজ্ঞা ও দর্শন কী? আজও দোয়া সম্পর্কেই আলোচনা করা হবে।' আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি ব্যাকুলতায় নিমগ্ন ব্যক্তির দোয়া বেশি শুনে থাকি। তবে ব্যাকুলতার অর্থ কেবলমাত্র উদ্বিগ্নতাই নয় বরং এমন ব্যক্তি যার সমস্ত রাস্তা বা উপায়-উপকরণ বন্ধ হয়ে গেছে, আল্লাহ্ ছাড়া তার আর কোনো গতি নেই। কাজেই, আমরা যখন দোয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হই তখন আমাদের মাঝে এমন অবস্থা বিরাজ করা উচিত। আর এ দোয়া করা উচিত যে, 'হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই আর আমরা তোমার ওপরই নির্ভর করি, ভরসা করি তাই তোমার কাছেই সাহায্য চাইতে এসেছি'।

কাজেই, প্রতিটা আহ্মদীকে নিজেদের দোয়ার মাঝে এই বেদনাঘন পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত; নতুবা এসব দোয়া এবং যিকরে এলাহী শুধুমাত্র বুলিসর্বস্ব হলে তাতে কোনো লাভ নেই। এখন আমি কুরআন, হাদীস ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কতিপয় দোয়া পাঠ করব। এসব দোয়া শুনে এর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা ও ব্যাকুলতার সাথে পাঠ করা উচিত। সর্বপ্রথম সূরা ফাতেহা। নামায ছাড়াও অন্যান্য সময়ে এই সূরা পাঠ করতে থাকা উচিত। মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে পাঠ করলে এটি হৃদয়কে পবিত্র করে আর অন্ধকারের সকল পর্দা দূর করে এবং বক্ষকে প্রশস্ত করে মানুষকে খোদার নৈকট্যলাভের সুযোগ করে দেয়।

কুরআন করীমের একটি দোয়া হল :

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও কল্যাণ দান করো। আর আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। (সূরা বাকারা: ২০২)

অতঃপর এই দোয়াটিও আজকাল অত্যন্ত আবেগ ও তৎপরতার সাথে করতে হবে:

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ধৈর্যশক্তি দাও, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করো এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। (সূরা আল্ বাকারা: ২৫১)

এই দোয়াটিও বারবার পাঠ করা উচিত:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা আমাদের দ্বারা কোনো অপরাধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের পাকড়াও কোরো না। আর হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পণ কোরো না যেমনটি আমাদের পূর্বের লোকদের ওপর তাদের পাপের কারণে তুমি অর্পণ করেছিলে। আর হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন কোনো বোঝা চাপিও না যা আমাদের সাধ্যাতীত। আর আমাদের (অপরাধ) উপেক্ষা করো এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আর আমাদের প্রতি কৃপা করো। তুমিই আমাদের তত্ত্বাবধায়ক। অতএব, কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। (সূরা আল্ বাকারা: ২৮৭)

ঈমানে দৃঢ়তা লাভের জন্য এই দোয়াটিও পাঠ করতে হবে:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং নিজ সন্নিধান হতে আমাদের প্রতি কৃপা করো। নিশ্চয় তুমি অসীম দাতা। ((সূরা আলে ইমরান: ৯)

মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামাযে যাচনা করার জন্য যে দোয়াটি শিখিয়েছিলেন তা হলো,

اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَمْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি আমার প্রাণের ওপর অনেক বেশি অবিচার করেছি এবং তুমি ব্যতিরেকে পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই। অতএব, তুমি তোমার পক্ষ হতে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চয়ই তুমিই পরম ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী। ((বুখারী, কিতাবুল আযান)

মহানবী (সা.) যখন কোনো বিষয়ে বিচলিত হতেন তখন এই দোয়া পাঠ করতেন,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

অর্থাৎ, হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী খোদা! তোমার রহমতের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুদ দা'ওয়াত)

সুতরাং এসব দোয়াগুলিই আমাদের ব্যক্তি জীবনকে পরিবর্তন করতে সক্ষম। মহানবী (সা.) এর এসব দোয়াগুলির কমপক্ষে অনুবাদ অথবা অন্তর্নিহিত মূল বিষয়টি অনুধাবন করে আমাদেরও দোয়া করতে থাকা উচিত। বুখারিতে বর্ণিত একটি দোয়ার উল্লেখ এভাবে এসেছে,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا، وَفِي بَصَرِي نُوْرًا، وَفِي سَمْعِي نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِي نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِي نُوْرًا، وَفَوْقِي نُوْرًا، وَتَحْتِي نُوْرًا، وَأَمَامِي نُوْرًا، وَخَلْفِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِي نُوْرًا

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! আমার অন্তর জ্যোতিতে ভরে দাও। আমার চক্ষুদ্বয়ে জ্যোতি দান করো। আমার কানে জ্যোতি দান করো। আমার ডানেও জ্যোতি দান করো আর আমার বামেও জ্যোতি দান করো। আমার ওপরেও জ্যোতি দান করো আর আমার নিচেও জ্যোতি দান করো। আমার সামনেও জ্যোতি দান করো আর আমার পেছনেও জ্যোতি দান করো। আর আমাকে তোমার জ্যোতিতে জ্যোতির্মণ্ডিত করে দাও।

মহানবী (সা.) এর একটি দোয়ার উল্লেখ এভাবে এসেছে,

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ

অর্থাৎ হে আমার খোদা! আমি তোমার আশ্রয় চাই মন্দ আচার-আচরণ ও মন্দ কাজ থেকে এবং খারাপ কামনা-বাসনা থেকে। (তিরমিযি)

এটি একটি সংক্ষিপ্ত দোয়া। কোন ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করে এটি করলে অনেক মন্দও দূর হবে এবং নেক আমলের সৃষ্টি হবে। তারপর শত্রুদের মন্দ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে একটি দোয়া রয়েছে,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের হৃদয়ের মাঝে আড়াল রাখছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি।" আজ আহ্মদীদেরও এই দোয়াটি বারবার পাঠ করা উচিত। আল্লাহ্ আমাদের শত্রুদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কতিপয় দোয়ার বর্ণনা করে বলেন যে, হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.) মৌলভী নাযির হুসেন সাহেব সখা দেহলভীর চিঠির জবাবে তাঁকে নৈকট্য অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করে লেখেন,

"আসসালামু আলায়কুম ওয়ারহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহ। নৈকট্য অর্জনের উপায় হল নামাযে নিজের জন্য দোয়া করা এবং দ্রুত ও অসতর্ক দোয়ায় খুশি না হয়ে যতটা সম্ভব মনোযোগ দিয়ে দোয়া করা। মনোযোগের বিকাশ না হলে, পাঁচ ওয়াক্ত প্রতিটি নামাযে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে দাঁড়াও এবং প্রতি রাকাতের পর এই দোয়া কর, "হে খোদা! হে সর্বশক্তিমান এবং মহা প্রতাপান্বিত খোদা! আমি পাপী বান্দা আর আমার পাপের বিষ আমার হৃদয় এবং আমার শিরা-

-উপশিরায় এতটা প্রভাব বিস্তার করেছে যে, আমার নামাযে ভাবাবেগ এবং মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না। তুমি তোমার কৃপা ও দয়ায় আমার পাপ ক্ষমা করো এবং আমার দোষক্রটি মার্জনা করো আর আমার হৃদয় বিগলিত করো এবং আমার হৃদয়ে তোমার মাহাত্ম্য এবং তোমার ভয় আর তোমার ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও যেন এর মাধ্যমে আমার হৃদয়ের কাঠিন্য দূর হয়ে নামাযে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।”

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত।

আমাদের এসব দোয়া পাঠ করার অভ্যাস করা উচিত। খোদা তা'লা আমাদেরকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে এসব দোয়া পাঠ করার তৌফিক দান করুন। রোযার কল্যাণরাজি সর্বদা বহমান থাকার জন্যও দোয়া করতে থাকুন।

আমাদের এবং আমাদের পরবর্তি প্রজন্মের জন্য যুদ্ধের আগুন এবং যুদ্ধ পরবর্তী প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দোয়া করুন। এখন মনে হচ্ছে এই যুদ্ধ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বরং একটা বিশ্বযুদ্ধ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু বিশ্বের শাসকরা এ নিয়ে চিন্তিত নয়। এমতাবস্থায় আহ্‌মদীদের নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে হবে এবং আন্তরিকভাবে দোয়া করতে হবে। আল্লাহ্ মানবতাকে রক্ষা করুন এবং দোয়ার মধ্যেও আমাদের হক আদায় করার তৌফিক দান করুন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরূরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

5 April 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in